Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-I, October 2021, Page No.17-25
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

কন্যা সন্তানের শিক্ষাগত উন্নয়নে কন্যাশ্রী প্রকল্পের প্রভাব: নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর ১ নং ব্লকের উপর একটি সমীক্ষা

কার্ত্তিক পাল
শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, হরিণঘাটা মহাবিদ্যালয়, হরিণঘাটা, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Empowerment is a very popular term in recent times. The concept of women's empowerment in particular has become a relevant topic around the world. Because the future of a nation can be strengthened only through women empowerment. Various efforts and initiatives have been taken for the empowerment of women at the international and national levels. In the field of women empowerment, special emphasis is being laid on the educational advancement of women in particular. Because the key to women's empowerment is education. The Central Government as well as the State Governments in India have taken various initiatives and projects for the advancement of education among women. One such project of the West Bengal government is the Kanyashree prakalpa (project). The main objective of this project is to reduce the number of school dropouts and child marriages among adolescent girl child and keep them in the field of education and take them on the path of empowerment by improving their education. This research paper will discuss the impact of the Kanyashree project on school going girl child in Krishnanagar Block 1, Nadia District, West Bengal.

Keywords: Women Empowerment, Education, Kanyashree Prakalpa, School Dropouts, Child Marriages.

ভূমিকা: কন্যাশ্রী প্রকল্প হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত কৈশোর বয়সের বালিকা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি প্রকল্প, যা মেয়েদের শিক্ষাগত অবস্থা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে চায়, বিশেষত শর্তাধীন নগদ হস্তান্তরের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ভাবে সুবিধা বঞ্চিত বা অনগ্রসর পরিবারের কন্যা শিশুর শিক্ষার উন্নতি ঘটিয়ে, তাঁদের বাল্যবিবাহ ও স্কুল ছুট হ্রাস ঘটিয়ে ক্ষমতায়নের পথে নিয়ে যেতে চায়। বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act-PCMA) এর অধীনেভারতে , বছর ২১ এবং ছেলেদের ১৮ মেয়েদের বিয়ের বয়স করা হয়। এই আইনের বেশ কয়েক বছর অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে শিশুদের বাল্যবিবাহ প্রথা অব্যাহত ছিল। বাল্যবিবাহ একটি লিঙ্গভিত্তিক প্রথা (gendered practice), যা ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশি মেয়েদের প্রভাবিত করে। বাল্যবিবাহ শিশু কন্যার দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, তাদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতাহীন করে তোলে, এবং শিশুশ্রম, পাচার এবং অন্যান্য ধরণের শোষণের ঝুঁকিতে ফেলে। প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিমবঙ্গে বাল্যবিবাহের ঘটনাগুলি সবচেয়ে বেশি যে জেলাতে, সেইসব জেলা গুলিতে নারী পাচারের ঘটনা ও সম্ভাবনা বেশি।

❖ কন্যাশ্রী প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

PCMA 2006 কার্যকর হওয়ার পর, the Department of Women Development and Social Welfare and Child Development (DWD) বাল্যবিবাহ বিরোধী প্রচারাভিযান ও সচেতনা শিবির চালিয়েছে যাতে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণের সচেতনতা এবং এই আইনের সচেতনতা জনমানসে ছড়িয়ে দেওয়া যায় । যাইহোক এটি দ্রুত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আইনগত নিষেধাজ্ঞা এবং সামাজিক বার্তা বাল্যবিবাহ মোকাবেলায় অনেকাংশেই অকার্যকর। সমাজে বাল্যবিবাহের কুফল থেকে মেয়েদের সুরক্ষার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ অপরিহার্য, এটি নির্মূল করার জন্য সামাজিক পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারকে ইতিবাচক পদক্ষেপের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে কন্যা শিশুর স্কুলছুট, বাল্যবিবাহ হ্রাস ঘটানোর জন্য ও কন্যাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে ধরে রাখার জন্য একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত সরকার ২০১৩ সালের অক্টোবরে কন্যাশ্রী প্রকল্পের সূচনা করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১৩ সালে কন্যাশ্রী প্রকল্প (Kanyashree Prakalpa) টি শুরু করে এটি একটি Conditional Cash Transter (CCT) প্রকল্প হিসেবে যার মূল উদ্দেশ্য হল একই সঙ্গে ১৮ বছর বয়সের নিচে বাল্যবিবাহকে (Underage Marriage) কমিয়ে আনা এবং বয়:সন্ধিকালের বা কৈশোরের মেয়েদের স্কুল ছুটিকে কমিয়ে আনা । কন্যাশ্রী প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প কারণ এই প্রকল্পটি কৈশোর বয়সী মেয়েদের অর্থাৎ ১৩ - ১৮ বছর পর্যন্ত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকাকে এবং বিবাহ না করাকে সুনিশ্চিত করে । এই প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Department of Women Development and Social Welfare (DWSW) -এর অধীনে পরিচালিত হয় । বর্তমানে এই প্রকল্পের তিনটি স্তর আছে, যথা- Kannyashree-1 (K-1)এই শ্রেণীতে ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সি মেয়েদের বার্ষিক স্কলার্শিপ হিসাবে ১০০০ টাকা প্রদান করা হয়, Kannyashree-2 (K-2) এই স্তরে কন্যাটি ১৮ বছর পূর্ণ করলে এবং শিক্ষা চালিয়ে গেলে এককালীন ২৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয় এবং Kannyashree-3 (K-3) কন্যাশ্রী K- 3 হল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত কন্যা শিক্ষার্থীদের জন্য স্কলারশিপ প্রকল্প । পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিন্স নামে যে স্কলারশিপ চালু ছিল, পরবর্তীকালে কন্যাশ্রী K- 3 নামে পরিচিত হয় , যেখানে শুধুমাত্র কন্যা শিক্ষার্থীরাই আবেদন করতে পারে।

❖ কন্যাশ্রী প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

কন্যাশ্রী প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল পশ্চিমবঙ্গে কন্যা সন্তানের আর্থ- সামাজিক অবস্থা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নতি করা এবং ক্ষমতায়ন ঘটানো। কন্যাশ্রী প্রকল্পের কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য আছে, যথা:

1. শর্তসাপেক্ষ নগদ হস্তান্তরের **(Conditional Cash Transfer)** শহর-গ্রাম নির্বিশেষে প্রত্যেক অঞ্চলের দারিদ্র, মধ্যবিত্ত, অনগ্রসর, প্রান্তিক পরিবারের কন্যাসন্তানের অবস্থার উন্নতি ঘটানো, শিক্ষা সুনিশ্চিত করা, ও ভবিষ্যৎ সুগঠিত করা। কন্যাসন্তানকে যথাযথ ও পরিপূর্ণভাবে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, প্রথাগত শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে সুষ্ঠু ও সম্মানজনক পেশায় প্রতিষ্ঠা করে স্বাবলম্বী করে তোলা ও যোগ্য সামাজিক মর্যাদা সুনিশ্চিত করা এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।
2. অন্তত ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত কন্যাসন্তানের বিবাহকে বিলম্বিত করে, অপুষ্টি মা ও শিশু মৃত্যু প্রতিরোধ, নির্ধারিত শারীরিক পরিপূর্ণতার আগে গর্ভধারণ সংক্রান্ত জটিল ও অন্যান্য শারীরিক অসুবিধা দূরীকরণ করা ।

3. কন্যা সন্তানকে শুধুমাত্র আর্থিক সহায়তা করা কন্যাশ্রী প্রকল্পের উদ্দেশ্য নয়, কন্যাসন্তানের শিক্ষাকে সুনিশ্চিত করে সম্মানজনক স্বাবলম্বী হওয়া পথ সুনিশ্চিত ও সুদৃঢ় করে তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ নারীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা এই প্রকল্পে বৃহৎ উদ্দেশ্য । এই কারণে কন্যাশ্রী প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সুবিধাভোগী সমস্ত কন্যাসন্তানের ব্যাঙ্ক একাউন্টে সরাসরি অর্থ বরাদ্দ করা হয় যাতে খরচের সিদ্ধান্ত তারা নিজেরাই নিতে পারে ।
4. কন্যাশ্রী আওতাভুক্ত সুবিধাভোগী কন্যা সন্তানের মধ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও গঠনমূলক প্রতিযোগিতার আয়োজন, কন্যাশ্রী ক্লাব গড়ে তোলা, সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত মহিলাদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ তৈরি করা, তাদের আঠারো (১৮) বছর বয়স পর্যন্ত বিবাহকে স্থগিত করার মধ্যেদিয়ে কন্যা সন্তানের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, সামাজিক মর্যাদা বোধ, মানষিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের সঠিক উন্মেষ ঘটানো।

শিক্ষার প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকাকালীন ব্যক্তির দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের ক্রমাগত বিকাশ ঘটতে থাকে এবং কালক্রমে তা আর্থিক উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতার পথকে প্রশস্ত করে । অন্তত ১৮ বছর বয়সের পর বিবাহিত জীবনে কন্যাসন্তান যদি প্রবেশ করে তবে তার পরিণত জীবনের সুঠাম ভিত্তি রচনা করতে পারে । প্রতিটি কন্যাসন্তানের উপযুক্ত, পরিণত বয়স হওয়ার পর বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করা সুনিশ্চিত হলে একদিকে যেমন বাল্যবিবাহের কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারবে, অন্যদিকে তেমন নারীর ব্যক্তিত্ব সুস্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থ-সামাজিক মর্যাদা, আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে এবং সর্বোপরি নারীর ক্ষমতায়ন হবে। এক্ষেত্রে কন্যাশ্রী প্রকল্প কন্যা সন্তানকে বিশেষ সহায়তা করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে শর্তাধীন নগদ হস্তান্তর প্রকল্পঃ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে শর্তাধীন অর্থ হস্তান্তরের **(Contitional Cash Transfer Schemes)** প্রকল্পসমূহ পরিচালিত হয়ে চলেছে। এই প্রকল্পগুলি কন্যা শিশুর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকার গুলি পরিচালিত হয়ে চলেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে প্রচলিত এমন শর্তাধীন অর্থ স্থানান্তর প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতগুলি হল - গুজরাটের বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা, কর্ণাটকের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রকল্প, পাঞ্জাবের কন্যা জাগরীতি প্রকল্প, হরিয়ানার বেটি হে আনমোল প্রকল্প, অন্ধ্রপ্রদেশের বানগারু থালি **(Bangaru Thali)** দিল্লির লাডলি, গুজরাটের বিদ্যালক্ষ্মী প্রভৃতি এই সকল প্রকল্প গুলির মূল লক্ষ্য হল কন্যা শিশুর শিক্ষার উন্নতির জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা। এই সকল প্রকল্প গুলির থেকে পশ্চিমবঙ্গের কন্যাশ্রী প্রকল্পের কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। কন্যাশ্রী প্রকল্পে কন্যা শিশুরা অন্তর্ভুক্ত হয় ১৩ বছর বয়সে এবং চলে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত যা তাদের বয়:সন্ধিকালের গুরুত্বপূর্ণ সময়, এই প্রকল্পে বার্ষিক স্বল্প বৃত্তি প্রদান ছাত্রীদের উৎসাহিত করে তাদের শিক্ষা চালিয়ে যেতে এবং আত্ম-ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভর হতে । এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণী সাফল্য পূর্ণভাবে সম্পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক নয়, যেকোনো মেধার ছাত্রীরা এই প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে যার মূল উদ্দেশ্য হল তারা যাতে তাদের শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারে এবং তাদের বিবাহ হওয়াকে পিছাতে পারে। সর্বোপরি এই প্রকল্পের এককালীন অনুদান (K2) ২৫০০০ টাকা বড় একটি অর্থ যা গরিব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা শিক্ষার্থীকে স্কুলছুট করতে অনুৎসাহিত করেছে ও বাধা দিচ্ছে এবং তাদেরকে বিবাহের আইনগত বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮ বছর পর্যন্ত বিবাহ করতে বাধা দান করছে। কারণ এই বড় উপহারটি তখনই সে পাবে যখন সে ১৮ বছর পর্যন্ত প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকবে ও অবিবাহিত থাকবে । অন্যান্য প্রকল্পের সাথে কন্যাশ্রী প্রকল্পের

মৌলিক পার্থক্য এখানেই । তাছাড়া এই প্রকল্পের সমস্ত প্রক্রিয়া আবেদনের ফর্ম ফিলাপ থেকে শুরু করে অর্থ অনুদান পাওয়া পর্যন্ত সমস্ত টায় বৈদ্যুতিক মাধ্যমের হয়ে থাকে এবং মেয়েরা এই অনুদান তাদের নিজস্ব ব্যাংক একাউন্টে পেয়ে থাকে । সমগ্র প্রক্রিয়াটি বৈদ্যুতিক প্রশাসনের **(E-governance)** এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । এই পদ্ধতিতে প্রশাসনিক খরচ ও সময় অনেক কম হয় । তার পাশাপাশি এই প্রকল্প বয়:সন্ধিকালের মেয়েদের শিক্ষাগত অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি ঘটাচ্ছে ।

কৃষ্ণনগর ব্লক ১ এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত একটি ব্লক হল কৃষ্ণনগর ১। নদীয়া জেলার সদর দপ্তর হল কৃষ্ণনগর। নদীয়া জেলার সাব ডিবিসন হল চারটি – কৃষ্ণনগর সদর, কল্যাণী, রানাঘাট, তেহট্ট। কৃষ্ণনগর হল একটি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লক যা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর সদর মহকুমায় প্রশাসনিক বিভাগের অধীন অঞ্চল। কৃষ্ণনগর ১ ব্লকটি কৃষ্ণনগর ২ এবং উত্তরে চাপড়া ব্লক, পূর্বে কৃষ্ণগঞ্জ ও হাঁসখালী ব্লক, দক্ষিণে শান্তিপুর ব্লক এবং পশ্চিমে নবদ্বীপ ব্লক দ্বারা পরিবেষ্টিত। কৃষ্ণনগর ১ ব্লকের আয়তন ২৭৩.১৯ কিমি^{2}। কৃষ্ণনগরের শহর অঞ্চল ২৯টি যার মধ্যে আটটি মিউনিসিপালিটি , ১৫ টি সেন্সাস টাউন, ও ৪ টি শহরাঞ্চল। এটির একটি পঞ্চায়েত সমিতি, ১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৯২ টি মৌজা এবং ৮৭ টি জনবহুল গ্রাম রয়েছে। কৃষ্ণনগরের কোতওয়ালি থানা এই ব্লকটি পরিচালনা করে। কৃষ্ণনগর ১ ম ব্লক / পঞ্চায়েত সমিতির গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি হল: আসাননগর, ভালুকা, ভান্ডারখোলা, ভাতজাংলা, ভীমপুর, চকদিগনগর, দেপাড়া, দিগনগর, দোগাছি, জোয়ানিয়া, পোড়াগাছা এবং রুইপুকুর।

ভারতের ২০১১ সালের আদম শুমারি অনুসারে কৃষ্ণনগর ১ ব্লকের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩১৪,৮৩৩ জন, যার মধ্যে ২৮৫,৮৫৫ জন গ্রামীণ এবং ২৮,৯৪৮ নগর অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল। এখানে পুরুষ ১৬১,০৮৬ (৫১%) এবং ১৫২,৭৪৭ (৪৯%) মহিলা ছিল। ৬ বছর বয়সের নীচে জনসংখ্যা ৩২,৯৬৯ জন। তফসিলি জাতি ভুক্ত মানুষের সংখ্যা ১১৩,২০৪ (৩৫.৯৬%) এবং তফসিলি উপজাতি ভুক্ত মানুষের সংখ্যা ১৬,০১৯ (৫.০৯%)। ২০০১ সালের আদম শুমারি অনুসারে কৃষ্ণনগর প্রথম ব্লকের মোট জনসংখ্যা ছিল ২৮০,২৪৮, এর মধ্যে ১৪৪,৪৬২ পুরুষ এবং ১৩৫,৭৯২ জন মহিলা ছিলেন। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে কৃষ্ণনগর ১ ব্লকের মোট সাক্ষরতার সংখ্যা ছিল ২০১,৪০৫ (৬ বছরের বেশি জনসংখ্যার ৭১.৪৫%) যার মধ্যে পুরুষ সংখ্যা ১১১,২৭২ (৬ বছরের বেশি বয়সী পুরুষ জনসংখ্যার ৭৬.৫০%) এবং নারী সংখ্যা ৯০,১৩৩ (৬ বছরের বেশি বয়সী মহিলা জনসংখ্যার ৬৬.০৮ %)। শিক্ষা ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য (মহিলা ও পুরুষ সাক্ষরতার হারের মধ্যে পার্থক্য) ছিল ১০.৪২%। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী কৃষ্ণনগর ১ ব্লকে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ২৬০,৬০৭ জন যা শতকরার দিক থেকে ৮২.৭৮%, মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ৪৭,৯৯৮ জন (১৫.২৫%) , খ্রিস্টান ২,৪৮২ জন (০.৭৯%) এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ৩,৭৪৬ জন যা ছিল জনসংখ্যার ১.১৮%। কৃষ্ণনগর ১ ব্লকে ২০১১ সাল অনুযায়ী মোট শ্রেণীর মধ্যে কৃষকরা ১৬.৫২%, কৃষি শ্রমিক ৩২.৮০%, গৃহ শিল্পের শ্রমিক ১১.৪৭% এবং অন্যান্য শ্রমিক ৩৯.২১% ছিলেন।

❖ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ:

'কন্যা সন্তানের শিক্ষাগত উন্নয়নে কন্যাশ্রী প্রকল্পের প্রভাবঃ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর ১ নং ব্লকের উপর একটি সমীক্ষা'- এই গবেষণা ক্ষেত্রে Experimental Method কে ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি (Primary & Secondary) উভয় ধরনের Data ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাইমারি ডাটার জন্য স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন স্কুল ও ব্লক স্তর থেকে স্ট্যাটিস্টিক্যাল তথ্য (Statistical Data) সংগ্রহের

জন্য সার্ভে(Survey) ইন্টার্ভিউ(Interview) প্রভৃতি পদ্ধতি (method) ব্যবহৃত হয়েছে। সেকেন্ডারি তথ্যের জন্য বিভিন্ন বই, জার্নাল, সরকারি বিভিন্ন দস্তাবেজ, প্রকাশিত Data, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট প্রভৃতি সাহায্য নেওয়া হয়েছে। Population হিসেবে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর ১ ব্লক কে বেছে নেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণনগর ১ ব্লকের অন্তর্গত ১০ টি বালিকা বিদ্যালয় আছে সেগুলি হল- কালিনগর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, শক্তিনগর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ,ঘূর্ণি স্বর্ণময়ী বিদ্যাপীঠ বালিকা বিদ্যালয়, হিন্দু কল্যান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মৃণালিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, লেডি কারমাইকেল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, অক্ষয় বিদ্যাপীঠ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হলি ফ্যামিলি গার্লস স্কুল, কৃষ্ণনগর উমাশশী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মহারাণী জোতির্ময়ী বালিকা বিদ্যালয় । ক্ষেত্র সমীক্ষার জন্য ৫ (৫০%) টি বিদ্যালয় কে বেছে নেওয়া হল - *কালিনগর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, শক্তিনগর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, লেডি কারমাইকেল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, মৃণালিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, এবং মহারাণী জোতির্ময়ী বালিকা বিদ্যালয়।* উক্ত পাঁচটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকা, বালিকা শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবক, তথা উত্তরদাতাদের কাছে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তথ্য বিশ্লেষণের বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা হল –

(1) উত্তরদাতাদের শিক্ষা স্তর -

বিদ্যালয়	কলেজে
৯০%	১০%

যাদের উপর সার্ভে করা হয়েছে তাদের মধ্যে ৯০% উত্তরদাতা বিদ্যালয়ের ও ১০% উত্তরদাতা কলেজ স্তরের শিক্ষার্থী ।

(2) উত্তরদাতাদের বার্ষিক পারিবারিক আর্থিক উপার্জনের স্তর –

১২০০০০টাকার বেশি	১২০০০০টাকার কম	৯৮০০০ – ৬০০০০ টাকার মধ্যে	৬০০০০ – ৩৬০০০ টাকার মধ্যে	৩৬০০০ টাকার নিচে
১০%	১০%	১০%	৩৫%	৩৫%

পারিবারিক আর্থিক প্রেক্ষাপট অনুধাবন করে সার্ভের মাধ্যমে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা গেছে যে উত্তরদাতাদের অধিকাংশ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারে বসবাস করে , তাদের সম্মিলিত সংখ্যাটি হল ৮০% ।

(3) জাতিঃ (ক) সাধারণ (খ) তপসিলি জাতি (গ) তপসিলি উপজাতি (ঘ) ওবিসি

সাধারণ	তপশিলি জাতি	তপশিলি উপজাতি	ওবিসি
৪০%	৩০%	১০%	২০%

প্রাপ্ত তথ্য থেকে একথা অনুমান করা সম্ভব যে এই অঞ্চলে সাধারণ ও তপশিলি জাতির মানুষ বেশি বসবাস করে যাদের সংখ্যাটি যথাক্রমে ৪০% ও ৩০% , এছাড়াও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী, তপশিলি উপজাতিভুক্ত মানুষ বসবাস করে যাদের সংখ্যাটি যথাক্রমে ২০%,১০%।

(4) কন্যাশ্রী প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা -

শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া		অভিভাবকদের প্রতিক্রিয়া	
জানে	জানেনা	জানে	জানেনা
১০০%	০০%	৯০%	১০%

উত্তরদাতাদের অধিকাংশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্প সম্পর্ক সচেতন । তারা প্রকল্পের শর্ত, স্তর ও সুবিধার তথ্য সম্পর্কে জানে ।

(5) কন্যাশ্রী প্রচলনের প্রধান উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা ?

শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া		অভিভাবকদের প্রতিক্রিয়া	
জানে	জানেনা	জানে	জানেনা
৯০%	১০%	৮০%	২০%

উত্তরদাতাদের অধিকাংশ কন্যাশ্রী প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য বাল্যবিবাহ রোধ ও কন্যাদের শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে যথাযথ ভাবে জানে, তবে কিছু উত্তরদাতা পাওয়া গেছে যারা এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানেনা, বিশেষ করে অভিভাবকদের মধ্যে যথেষ্ট সচেতনতার অভাব রয়েছে।

(6) কন্যাশ্রীর আর্থিক অনুদান প্রতিনিয়িত পাওয়া যায় ?

হ্যাঁ	না
১০০%	০০%

উত্তরদাতারা জানিয়েছে যে তারা কন্যাশ্রী প্রকল্পের আর্থিক অনুদান প্রতিনিয়ত ও প্রতি বছর কোনো রকম বাঁধা বিঘ্ন ব্যতিত ভাবে পেয়ে চলেছে ।

(7) কন্যাশ্রী প্রকল্প কন্যাদের স্কুলছুটের পরিমান কমাতে সাহায্য করেছে কি ?

শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া		শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রতিক্রিয়া		অভিভাবকদের প্রতিক্রিয়া	
হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না
৯০%	১০%	৮০%	২০%	৯০%	১০%

অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করে যে কন্যাশ্রী প্রকল্প বালিকাদের স্কুলছুট কমিয়েছে ও বালিকাদের বিদ্যালয়মুখি করতে সহায়তা করেছে , যা শিক্ষা ক্ষেত্রে বালিকাদের অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রকল্পের একটি ইতিবাচক প্রভাব।

(8) কন্যাশ্রী প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা কি শিক্ষা চালিয়ে যেতে অনুপ্রানিত করছে ?

শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া		শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রতিক্রিয়া	
হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না
৯৫%	৫%	৯০%	১০%

অধিকাংশ উত্তরদাতা বলেছে যে এই প্রুল্পের K-1 অর্থ অর্থাৎ বার্ষিক ১০০০ টাকা তাদের টিউশন ফি বা বইপত্র বা শিক্ষা সামগ্রি ক্রয় করতে সহায়তা করেছে এবং K-2 স্তরের অনুদান অর্থাৎ এককালীন ২৫০০০টাকা তাদের উচ্চ শিক্ষা বা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ে সহায়তা করছে । কিছু উত্তরদাতা বলেছে যে K-1 অর্থ অর্থাৎ বার্ষিক ১০০০ টাকা তাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে ততটা সহায়তা করছে না কারন অর্থের পরিমান খুবই অল্প বলে তাদের মনে হয়েছে ও তারা এই অনুদান অর্থের পরিমান বৃদ্ধির দাবী জানিয়েছে । K-2 স্তরের আর্থিক অনুদান নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই ।

(9) কন্যাশ্রী K-1 এবং K-2 এর পরিমাণ ব্যায়ের ক্ষেত্র--

শিক্ষা ক্ষেত্রে	উচ্চ শিক্ষার জন্য	অন্যান্য
৬০%	৩০%	১০%

এক্ষেত্রে অধিকাংশ উত্তরদাতা (৬০%) কন্যাশ্রী K-1 এবং K-2 এর বার্ষিক ও এককালীন অনুদানের অর্থ শিক্ষা ক্ষেত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন বইপত্র ও শিক্ষা সামগ্রি ক্রয় বা কলেজের ফিস, টিউশন ফি জমার জন্য ব্যয় করেছে । ৩০% উত্তরদাতা এই অর্থ উচ্চ শিক্ষার জন্য বা ভবিষ্যতের উচ্চ শিক্ষার খরচের জন্য সঞ্চয় করেছে। আর ১০% উত্তরদাতা এই অর্থ অন্যন্য ক্ষেত্রে যেমন স্বনির্ভরতার জন্য কোনো ছোটো ব্যবসার ক্ষেত্রে বা পরিবার কে সাহায্য প্রদান করেছে বা বিবাহের জন্য সঞ্চয় করেছে।

(10) কন্যাশ্রী প্রকাল্পে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ কি পর্যাপ্ত? (ক) হ্যাঁ, (খ) না , (গ) জানিনা

হ্যাঁ	না	জানিনা
৯৫%	৫%	০০%

অধিকাংশ উত্তরদাতা (৯৫%) জানিয়েছে যে K-1 বা K-2 এর অর্থ তাদের জন্য পর্যাপ্ত তবে , অল্পসংখ্যক উত্তরদাতা (৫%) K-1 বা K-2এর অর্থ তাদের জন্য পর্যাপ্ত নয় বলেছে এবং তারা অনুদানের অর্থ বৃদ্ধির জন্য দাবী জানিয়েছে ।

(11) কন্যাশ্রী প্রকল্প কি উচ্চ শিক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত করে ?

শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া		শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রতিক্রিয়া	
হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না
১০০%	০০%	৯০%	১০%

উত্তরদাতাদের অধিকাংশ জানিয়েছে যে এই প্রকল্প তাদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুপ্রানিত করছে যা কন্যাশ্রী প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য । তবে কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকা অনুপ্রানিত করার জন্য পর্যাপ্ত নয় বলে জানিয়েছেন, তাদের মতে কিছু শিক্ষার্থী এককালীন অনুদান পাওয়ার পর পড়াশোনা বন্ধ করে দেয়।

(12) কন্যাশ্রী প্রকাল্প কি শিক্ষার জন্য অভিভাবকদের আর্থিক ভাবে সাহায্য করছে ?

শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া		অভিভাবকদের প্রতিক্রিয়া	
হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না
৯০%	১০%	৮০%	২০%

উত্তরদাতাদের প্রায় সকলেই জানিয়েছে যে এই প্রকল্পের আর্থিক অনুদান শিক্ষার জন্য অভিভাবকদের আর্থিক ভাবে সহায়তা করছে । বিশেষত এককালীন অনুদান তাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য অভিভাবকদের বিশেষ ভাবে সাহায্য করছে বলে জানিয়েছে । তবে কিছু শিক্ষার্থী জানিয়েছে যে এই প্রকল্পের আর্থিক অনুদান শিক্ষার জন্য অভিভাবকদের আর্থিক ভাবে সহায়তা করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নয় ।

(13) কন্যাশ্রী প্রকল্প কি বালিকাদের বাল্য বিবাহ হ্রাস করতে সহায়তা করছে ?

শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া		শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রতিক্রিয়া	
হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না
১০০%	০০%	৮০%	২০%

কন্যাশ্রী প্রকল্প তার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ বাল্যবিবাহ হ্রাস করতে সহায়তা করছে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছে যে এই প্রকল্প কন্যাদের বাল্য বিবাহ হ্রাস করতে সহায়তা করছে ও শিক্ষা চালিয়ে যেতে অনুপ্রানিত করছে ও অভিভাবকদের সাহস জুগিয়েছে তাদের

কন্যাদের শিক্ষা চালিয়ে যেতে । আর বেশকিছু উত্তরদাতা জানিয়েছে যেহেতু বাল্যবিবাহ সামাজিক কুসংস্কার হিসেবে এখনও সমাজের মুলে রয়ে গিয়েছে সেহেতু এই প্রকল্প বাল্য বিবাহ হ্রাস করতে সাহায্য করছে না।

(14) কন্যাশ্রী প্রকল্প কন্যাদের সামগ্রিক ভাবে শিক্ষার উন্নতিতে সহায়তা করছে কি?

শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রতিক্রিয়া		অভিভাবকদের প্রতিক্রিয়া	
হ্যাঁ	না		না
১০০%	০০%	৯০%	১০%

কন্যাশ্রী প্রকল্প বয়ঃসন্ধিকালের কন্যা শিক্ষার্থী তথা অষ্টম শ্রেণী (১৩ – ১৪ বছর) থেকে দ্বাদশ শ্রেণী (১৭ – ১৮ বছর) –র শিক্ষার্থীদের জন্য একটি উৎসাহদায়ক প্রকল্প হিসেবে কাজ করে । সেহেতু এই প্রকল্প কন্যাদের শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে সহায়তা করছে কিনা তার উত্তরে অধিকাংশ উত্তরদাতা শিক্ষার উন্নতিতে সহায়তা করছে বলে জানিয়েছে আর অল্পসংখ্যক উত্তরদাতা সহায়তা করছেনা বলে জানিয়েছে।

(15) কী কী উপায় আছে যেখানে এই প্রকল্পটি উন্নত করা যেতে পারে ?

বার্ষিক ও এককালীন অনুদানের পরিমাণ বাড়াতে হবে	প্রকল্প পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন হওয়া উচিত	প্রকল্প সংক্রান্ত অভিযোগ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া উচিত	আবেদনের প্রক্রিয়াটি সরল করা উচিত	অন্যান্য (নির্দিষ্ট)
৬০%	২০%	১০%	১০%	০০%

প্রকল্পটি আরও কিভাবে উন্নত করা যায় তার উত্তরে উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬০% বার্ষিক ও এককালীন অনুদানের পরিমাণ বাড়ানোর দাবী করেছে, ২০% উত্তরদাতা প্রকল্প পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন হওয়া উচিত বলে পরামর্শ দিয়েছে, ১০% উত্তরদাতা প্রকল্প সংক্রান্ত অভিযোগ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া উচিত বলে পরামর্শ প্রদান করেছ আর ১০% উত্তরদাতা আবেদনের প্রক্রিয়াটি সরল করা উচিত বলে পরামর্শ দিয়েছে।

উপসংহার: এই ব্লকে এই প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের আর্থসামাজিক অবস্থা খুবই মিশ্র প্রকৃতির যার মধ্যে অধিকাংশ উত্তরদাতা দারিদ্র্য ও মধ্যবিত্ত পরিবারে বসবাস করে। অধিকাংশ অভিভাবক তাদের পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করতে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। কন্যাশ্রী প্রকল্প গরিব পরিবারের কন্যা শিশুকে বিদ্যালয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করছে এবং এই কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা অভিভাবকদেরও উৎসাহিত করছে তাদের কন্যা শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে এবং কন্যা শিশু শিক্ষা চালিয়ে যেতে। কন্যারা এই প্রকল্পের সুবিধাভোগী হিসেবে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হচ্ছে । বিদ্যালয় গুলিতে ক্ষেত্র সমীক্ষার সময় শিক্ষক – শিক্ষিকাগণ এই মতামত জানিয়েছে যে এই প্রকল্প বিদ্যালয়ে কন্যা শিক্ষার্থীদের স্কুল ছুটের হার আগের তুলনায় অনেক কমাতে সাহায্য করেছে এবং বালিকা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি ও ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এইরকম একটি উৎসাহদান মূলক প্রকল্প কৃষ্ণনগর ১ নং ব্লকের অসংগঠিত ক্ষেত্র, কৃষি ও দিনমজুর নির্ভর পরিবারের কন্যা সন্তানের শিক্ষার উন্নতিতে, তাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে ধরে রাখতে, স্কুল ছুট কমাতে ও বাল্যবিবাহের সম্ভাবনা হ্রাস ঘটাতে

সহায়তা করছে, যা সর্বোপরি কন্যা সন্তানের ক্ষমতায়নের পথকে প্রশস্ত করছে। প্রকল্প উন্নয়নের সুপারিশ সমূহ সার্থক রুপায়নের মধ্য দিয়ে এই প্রকল্প এই ব্লকে আরও সুফল প্রদান করবে আশা রাখি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

1. Adhikari, Kakoli. (2017) "The Role Of Kanyashree Prakalpa In Empowering Adolescent Girls In West Bengal", *International Research Journal of Management and Commerce*, Volume 4, Issue 8
2. Bandyopadhyay, Somnath. (2020) 'Kanyashree Prakalpa in West Bengal: An Inter District Performance Analysis', *International Journal of Multidisciplinary Studies*, E-ISSN: 2456-3064 Volume V, No. 1, April, 2020
3. Bhattacharya, Sudip & Deb, Prasenjit. (2018) 'Perception about Women Empowerment through Kanyashree Public Service in Nadia district of West Bengal', *Jamshedpur Research Review*, Volume 6::Issue 43(November-December 2020).
4. Dey, Partha Sarathi. (2020) *Kanyashree Prakalpa: Impact on Women Empowerment in West Bengal*. Kolkata: Progressive Publishers.
5. Ghara, Tushar Kanti & Roy, Krishna. (2017) 'Impact of Kanyashree Prakalpa – Districtwise Analysis' *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* Volume 22, Issue 7
6. Halder ,Dr. Ujjwal Kumar. (2018) 'Kanyashree Prakalpa: Elaboration Of The Objectives', *Journal of Education & Development*,Vol-8, No.15
7. https://www.wbkanyashree.gov.in/kp_dashboard_report.php
8. https://www.wbkanyashree.gov.in/readwrite/notice_publications/kp_sdg.pdf
9. https://www.wbkanyashree.gov.in/readwrite/notice_publications/04-Kanyashree%20Club%20Guidelines%20English.pdf
10. https://www.wbkanyashree.gov.in/readwrite/publications/000111.pdf
11. https://www.census2011.co.in/census/city/207-krishnanagar.html
12. https://en.wikipedia.org/wiki/Krishnanagar,_Nadia